জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ২৪ আগস্ট ২০২৩-বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, '৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭০ এর নির্বাচন পর্যন্ত কোনো আন্দোলনেই জিয়া ছিলেন না, ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে ঘাতক জিয়া সৃষ্টি হয়। তার চেয়ে বড় কথা বিকৃত ইতিহাসের মধ্য দিয়েই জিয়ার আবির্ভাব হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত হানাদার বাহিনীর পক্ষে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়েই জিয়ার নেতৃত্বে ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, কারন জিয়াই এতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল।'

তিনি আরো বলেন, '১৫ আগস্টের ধারাবাহিকতায় খালেদা জিয়ার নির্দেশে এবং তারেক জিয়ার পরিকল্পনায় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু কন্যাকে হত্যা করার জন্য। বর্তমান সময়ে দেশকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ফেলার জন্য তারা এখনও সক্রিয় রয়েছে, এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে, যাতে করে সাধারণ জনগণের কোনো ক্ষতি না হয়।'

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন, '১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড শুধুমাত্র ব্যক্তি মুজিব হত্যা নয়। খুনি জিয়া গংদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস এবং

বাঙ্গালী জাতির যে বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা তা আরও দৃঢ় করা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যার সুদৃঢ় নেতৃত্বে আমরা এখন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনেক উন্নত।'

তিনি আরো বলেন, 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ একমাত্র তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই সম্ভব আর একারণেই খুনি জিয়া পরিবার বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির দিশারীতে আঘাত হানতে চায়, সংবিধানকে ভঙ্গুর করে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করতে চায়। আর এজন্য তরুন সমাজকে সচেতন থাকতে হবে।'

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মোঃ ইব্রাহীম ফরাজীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর আইন সম্পাদক জনাব অ্যাড. কাজী নজিবুল্লাহ হিরু, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান। এছাড়াও সম্মানীত অতিথি হিসেবে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক এবং ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালউদ্দীন আহমদ।

আলোচনা সভার সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক এস এম আকতার হোসাইন। আলোচনা সভার শুরুতে বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।